পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
জেশপ বিল্ডিং (দ্বিতল)
৬৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১

নং :- ১৬৮৪-আর.ডি /এন. আর. ই. জি.এ/ ১৮ এস-১৪/০৬ **তাং: ২৯.০২.২০০৮**

আদেশনামা

জাতীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি প্রকল্পে বনসৃজন/বৃক্ষরোপন একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। চারাগাছ রোপনের সাথে সাথে সেই চারাগাছ যতদিন না অর্থকরী সম্পদে রূপান্তরিত হবে ততদিন তার সঠিক পরিচর্য্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এই কর্মসূচীর একটি অত্যন্ত জরুরী দিক। বিশেষকরে সরকারি জমিতে/ গ্রামীণ রাস্তার দুইধারে এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে বনসৃজন হচ্ছে তার রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিষয়ে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এই পরিচর্য্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের দায়িত্ব সেই এলাকার/গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বা একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে দিতে হবে।

শর্তগুলি হল নিম্নরূপ:

- ক) কর্মসূচীতে সৃষ্টগাছগুলির পরিচর্য্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের/এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীকেই দায়িত্ব দিতে হবে।
- খ)ভালো কাজের জন্য পরিচিত/স্বীকৃত স্বনির্ভর গোষ্ঠীকেই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এই কাজের জন্য নির্বাচন করবে। এই নির্বাচিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী বনসৃজন/এলাকার মধ্যে অনভিপ্রেত যাতায়াত বা গবাদি পশু প্রবেশ বা অন্য কোনরূপ কারণে গাছগুলির যাতে ক্ষতিসাধান না হয় সেদিকে নজর রাখবে।
- গ) প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট বন/রোপিত বৃক্ষাদি অর্থকরী সম্পদে রূপান্তরিত হলে সেই সম্পদের বিক্রয়মূল্য বাবদ অর্জিত অর্থের শতকরা ২৫/৪০ ভাগ স্বনির্ভর গোষ্ঠী পাবে এবং বাকি ৭৫/৬০ ভাগ অর্থ পঞ্চায়েতের কোষাগারে যাবে। পঞ্চায়েত ঐ টাকায় ঐ অঞ্চলে পুনরায় বনসৃজন করতে পারবে।
- ঘ) নিজের প্রয়োজনে বা জ্বালানী কাজে ব্যবহারের জন্য গাছের ফল/গাছের ডাল বা পাতা কাটা যাবে না।
- ঙ) গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য গাছের পাতা সংগ্রহ করা যাবে না।
- চ) সংশ্লিষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠী গাছের পড়ে থাকা পাতা, শুকনো ডাল জ্বালানী হিসেবে সংগ্রহ করতে পারবে।
- ছ) উৎপাদিত সম্পদ বিক্রয়যোগ্য হয়েছে কিনা তা নির্ধারন করা এবং তা নিয়ম মেনে বিক্রয় করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের থাকবে।

উপরোক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী (প্রথমপক্ষ) এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের রূপায়ণকারী সংস্থা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান (দ্বিতীয়পক্ষ) এর মধ্যে সাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে কাজের দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিতে হবে। চুক্তিপত্রের বয়ান আদেশনামার সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

স্বাঃ-

প্রধান সচিব

নং :- ১৬৮৪-আর.ডি /এন. আর. ই. জি.এ/ ১৮ এস-১৪/০৬ **তাং: ২৯.০২.২০০৮**

আদেশনামার ও চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল ঃ-
১। প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল
২। অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, এস. এম. পি
৩। জেলাশাসক, ...

প্রধান সচিব

চুক্তিপত্র

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাম (প্রথম পক্ষ) ১) ..... পক্ষে প্রধান/সদস্য
..... সাং: ..... থানা:
....., জেলা: .....

দ্বিতীয় পক্ষ: সভাপতি: ..... পঞ্চায়েত সমিতি/ প্রধান.....গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা
.....জেলা: .....

অত্র চুক্তিপত্র নামা নিম্ন তপশীল বর্ণিত সরকারী জমিতে/ অবন্টনযোগ্য সরকারী খাস জমিতে, গ্রামীণ রাস্তার দুই ধারে জাতীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি প্রকল্প (পঃ বঃ)- এর মাধ্যমে রূপায়িত সামাজিক বনসৃজন/বৃক্ষরোপন প্রকল্পের যথাযথ পরিচর্য্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত উপরোক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (প্রথম পক্ষ) ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের রূপায়নকারী সংস্থার পক্ষে .....পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি / ..... গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান (দ্বিতীয় পক্ষ) এর মধ্যে অদ্য ইং .....তারিখে নিম্নবর্ণিত প্রযোজ্য শর্তাবলীতে সম্পাদিত হল।

প্রযোজ্য শর্তাবলী :

১। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সামাজিক বন/রোপিত বৃক্ষাদি যতদিন না অর্থকরী সম্পদে পরিণত হয় ততদিন তার সঠিক পরিচর্য্যা এবং সংরক্ষণ প্রথম পক্ষ নিশ্চিত করবেন। দ্বিতীয় পক্ষ এই ব্যাপারে নজরদারি করবেন।

২। সংশ্লিষ্ট সম্পদের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের হিসাব দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে দিতে বাধ্য থাকবেন এবং উক্ত অর্জিত অর্থের ৭৫% দ্বিতীয় পক্ষ পাবেন এবং অবশিষ্ট ২৫% অর্থ প্রথম পক্ষ পাবেন।

৩। রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ দেখা দিলে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের সুষ্ঠু মীমাংশা করবেন। চুড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে প্রথম পক্ষকে যথাযথ কারন দর্শিয়ে বাদও দিতে পারবেন।

৪। প্রথম পক্ষ তপশীল বর্ণিত জমি অন্যকোন ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না বা জমির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারবেন না।

৫। যথেচ্ছ পশুচারন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সহ ইচ্ছাকৃত বা বিদ্বেষ বশত প্রকল্পের ক্ষতিসাধনকারী বা প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদের অপহরনকারীদের সম্পর্কে প্রথম পক্ষ দ্বতীয় পক্ষকে অভহিত করবেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ এই সমস্যা সমাধানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

৬। নিজের প্রয়োজনে বা জ্বালানী কাজে ব্যবহারের জন্য গাছের ফল/গাছের ডাল বা পাতা কাটা যাবে না।

৭।গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য গাছের পাতা সংগ্রহ করা যাবে না।

৮। সংশ্লিষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠী গাছের পড়ে থাকা পাতা, শুকনো ডাল জ্বালানী হিসেবে সংগ্রহ করতে পারবে।

৯। উৎপাদিত সম্পদ বিক্রয়যোগ্য হয়েছে কিনা তা নির্ধারন করা এবং তা নিয়ম মেনে বিক্রয় করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের থাকবে।

তপশীল ঃ

জেলা ঃ	থানা ঃ
মৌজা ঃ	জে. এল নং ঃ
রাস্তার নাম ও দৈর্ঘ্য ঃ	দাগের শ্রেণী ঃ

দাগের পরিমান ঃ

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা ঃ প্রধান/সদস্যের সাক্ষর

১।
২।
৩।
স্বাক্ষর

সভাপতি/প্রধান
.....পঞ্চায়েত সমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত